



গৌরবের ৭২ তম বছর

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-345 ■ 14 September, 2026 ■ আগরতলা ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২৭ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

***সৃজনশীল পরিবেশনা

CMYK

জাগরণ

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
২৭ ভাদ্র, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সংস্কারে ভারতের বড় কূটনৈতিক জয়

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছে রাষ্ট্রসংঘ , যাহা ভারতের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক জয়।নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনে মোদী জোর দিয়া বলেন যে,ইউএন এসসি-র সংস্কার আর কোনোভাবেই পিছাইয়া দেওয়া যাইবে না এবং এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বাখিয়া আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থানের পরেই রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক ভারতের দাবিকে যৌক্তিক বলিয়া মানিয়া নেন। তিনি স্পষ্ট জানান, রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান কাঠামো একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না। রাষ্ট্রসংঘ স্বীকার করিয়াছে যে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্তন জরুরি উন্নয়নশীল দেশ বা ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর উন্নয়ন ও অধিকারের যে নীতি মোদী তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাকে মহাসচিবের এজেণ্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা হইয়ছে। নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্য চীন ও রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বৃহত্তর ভূমিকার দাবিকে পুনরায় সমর্থন জানাইয়াছে।সম্মেলনের যৌথ ঘোষণাপত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপক সংস্কার এবং ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।প্রধানমন্ত্রী বিশ্বমঞ্চে বর্তমান ব্যবস্থাকে একটি “পিরামিড” থেকে পরিবর্তন করিয়া “অশ্বীাদারিত্বের প্ল্যাটফর্ম” হিসেবে গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানান।তিনি স্পষ্ট বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুধু সিদ্ধান্ত মানার জায়গায় থাকিলে হইবে না, সিদ্ধান্ত তৈরির ভূমিকায় আসিতে হইবে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার নিয়া ভারতের দাবি এবার আরও জোরালো হইল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকে সমর্থন করিলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক। শনিবার ব্রিকস সম্মেলনে মোদী বলিয়াছিলেন, ইউএনএসসি সংস্কার আর পিছাইয়া দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বর্তমানে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশ রহিয়াছে। এই কাঠামো তৈরি হইয়াছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বাস্তবতায়। এখন বিধি অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। তাই রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তিষ্ঠানগুলিকেও বদলাইতে

হইবে। নিরাপত্তা পরিষদ থেকে শুরু করিয়া আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোতেও ২০২৬ সালের বাস্তবতা প্রতিফলিত হওয়া দরকার। ভারতের দীর্ঘদিনের দাবি ঠিক এটাই। বিশ্বের বর্তমান অর্থনীতি ও জনসংখ্যার বাস্তবতার সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোকে মানাইয়া নেওয়া। ব্রিকসের এক অধিবেশনে মোদী বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নিয়া সরাসরি প্রশ্ন তোলেন। তাঁহার বক্তব্য, বিশ্ব পরিচালনার বর্তমান কাঠামো অনেকটা পিরামিডের মতো। ক্ষমতা রহিয়াছে উপরের স্তরে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত দেশগুলির মতামত থাকে সীমিত। বিশেষ করিয়া গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি নানা সংকটের সামনের সারিতে থাকিলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেকটাই পিছনের সারিতে। এই পরিস্থিতি বদলাইয়া ‘পিরামিড অফ প্রিভিলেজ’-কে ‘প্ল্যাটফর্ম অফ পার্টনারশিপ’-এ পরিণত করিবার প্রস্তাব দেন মোদী। অর্থাৎ, প্রতিটি দেশের কঠম্বর এবং অশ্বীদারিত্ব নিশ্চিত করিবার কথা বলেন তিনি।মোদী ব্রিকস দেশগুলিকে একসঙ্গে ১০টি সংস্কার প্রস্তাব তৈরির আহ্বান জানান। পরের ব্রিকস সম্মেলনের মধ্যে এগুলিকে একটি ‘ব্রিকস রিফর্ম রোডম্যাপ’-এ পরিণত করিবার প্রস্তাব দেন তিনি। এই রোডম্যাপে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সেগুলি হইল প্রতিনিধিত্ব, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং নিয়ম তৈরির ক্ষমতা। ইউএনএসসি সংস্কারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আলোচনা এবং স্পষ্ট ফলাফলের উপরও জোর দেন তিনি।নয়া দিল্লি ঘোষণাপত্রেও রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্ব পাইয়াছে। ব্রিকস নিরাপত্তা পরিষদকে আরও গণতান্ত্রিক, প্রতিনিধিত্বশীল এবং কার্যকর করিবার পক্ষে অবস্থান নিিয়াছে। বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর কথা বলা হইয়াছে। ব্রিকস জানিয়েছে,ইউএনএসসি সংস্কারের ফলে গ্লোবাল সাউথের কঠ আরও জোরালো হওয়া উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, চিন ও রাশিয়া ভারত ও ব্রাজিলের রাষ্ট্রসংঘে আরও বড় ভূমিকার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন পূনর্ব্যক্ত করিয়াছে। শুধু ইউএনএসসি নয়। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সংস্কারের দাবি তুলেছে ব্রিকস। আইএমএফও বিশ্বব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর কথা বলা হইয়াছে। ব্রিকসের বক্তব্য, বিশ্ব অর্থনীতিতে উদীয়মান দেশগুলির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়াছে। সেই পরিবর্তন তাহাদের প্রতিনিধিত্বেও প্রতিফলিত হওয়া উচিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কারের পক্ষেও অবস্থান নিিয়াছে ব্রিকস। হু-র বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা দ্রুত পুরোপুরি কার্যকর করিবার দাবি জানানো হইয়াছে। একতরফা ট্যারিফ এবং বাণিজ্য বাধার বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থান নেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন ছাড়া আর্থিক নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতাও জানাইয়াছে ব্রিকস।এদিকে গুতেরেসের সঙ্গে মোদীর বৈঠকেও বিশ্ব রাজনীতিতে একাধিক বিষয় নিয়া আলোচনা হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউক্রেনের সংঘাত ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয়। দুজারিক জানাইয়াছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষ করিয়া সংঘর্ষে থাকা পক্ষগুলির মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করিতে ভারতের ভূমিকা থাকিতে পারে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। ১৯২৮ সালের এই বিশেষ দিনটিতেই পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী আলোর বিকিরণ সংক্রান্ত তথ্য; যা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ‘রমন ইফেক্ট’ নামে অম্লান হয়ে রয়েছে। এই ঐতিহাসিক অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম এশিয় হিসেবে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। রমন বলতেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে এক গভীর মুগ্ধচ্ছবি; রেশমি পাগড়ী আর নোবেলজর্জী ভারতের গৌরবময় ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস যাকে কেবলমাত্র একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফ্রেমে বাঁধতে চেয়েছে; তাঁর সেই বাঁধাধরা পরিচয়ের আড়লে রয়ে গেছে এক অন্য মানুষ। আলো; শব্দ আর প্রকৃতির সূরের প্রেমে মগ্ন এক আশ্চর্য অভিমাত্রী; যিনি রাজকীয় পদমর্যাদা প্রত্যাখ্যান করে আঁকড়ে ধরে ছিলেন স্রেফ একটি গবেষণাগার। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের উদ্বাপনে রমন প্রভাবের গাণিতিক জটিলতা নয়; বরং আলোকপাত করা যাক মানুষ রামাকৃষ্ণ পুরম চন্দ্রশেখর রমাণের কিছু অপরিচিত; কৌতূ হলোদীপক এবং অনুপ্রেরণাদায়ী অধ্যায়ে। খুব কম মানুষই জানেন যে নোবেলজয়ী এই বিজ্ঞানী কর্মজীবনের শুরুতে ছিলেন একজন উচ্চপদের সরকারি আমলা। ১৯০৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তৎকালীন ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে



সম্ভূত হতে পারেননি। তিনি জাহাজের ডেকে বসেই তাঁর পকেটে থাকা একটি সাধারণ প্রিজম; পকেট স্পেকট্রোস্কোপ ও পোলারাইজার দিয়ে সমুদ্রের জলের আলোকবর্ণিমা পরীক্ষা করতে শুরু করেন। তিনি প্রমাণ করেন; সমুদ্রের নীল রং আকাশের ছায়া নয়; বরং জলের অণু দ্বারা আলোর নিজস্ব বিচ্ছুরণের ফল। এক বিশাল সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষের এই কৌতূহলীই পরবর্তীকালে আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রমাণের নতুন পথ খুলে দেয়। রমন কেবল আলো নিয়েই মেতে থাকেন নি; তিনি ছিলেন শব্দের এক পরম অনুরাগী। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখাটি নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন অত্যন্ত গোপনে কাজ করেছেন; তা হলো ‘শব্দ বিজ্ঞান’ (Acoustics)। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মনে করতেন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র যেমন— তবলা; বাঁশি বা মৃদঙ্গ ততটা বৈজ্ঞানিক নয়। রমন এই ধারণা ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। তিনি প্রমাণ করেন; তবলা এবং বায়া থেকে উৎপন্ন শব্দ অত্যন্ত সুরেল ও সুসংগত (Harmonic Overtone)তৈরি করে; যা অনেক পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের চেয়েও জটিল ও নিখুঁত। তবলার মাঝখানের



কালো অংশটি যাকে ‘সায়াই’ বলা হয়) কিভাবে শব্দের তরঙ্গকে সুনিয়ন্ত্রিত করে; তা তিনি গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং বাঁধার শব্দতরঙ্গ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে ভারতীয় সংগীত কেবল কলা নয়; বরং চরম পদার্থবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ডঃ রমানের আত্মবিশ্বাস ছিল রূপকথার মত। ১৯২৮ সালে আবিষ্কারের পর তিনি এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পানেন; যে পুরস্কার যোগ্যতার পাঁচ মাস আগেই তিনি স্টকহোম যাওয়ার জন্য দুটি জাহাজের টিকিট বুক করে রেখেছিলেন। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে যখন নোবেল কমিটির কাছে মনোনয়ন পাঠানো শেষ হয়; তখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ঘোষিত হয়নি। তবুও রমণ তাঁর স্বীকৃতি নিয়ে সুইডেন যাওয়ার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিলেন। এই অদ্ভদ আত্মবিশ্বাস কোনো অহংকার ছিল না; এটি ছিল নিজের কাজের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত নিষ্ঠার ফল। নোবেল প্রদানের সন্ধ্যায় যখন পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের চেয়েও জটিল ও নিখুঁত। তবলার মাঝখানের



সম্মান দেওয়া হয়; তখনই আত্মসংযমী বিজ্ঞানী অঝোরে কঁদে ফেলেছিলেন। পরে তিনি লিখেছিলেন; “যখন আমি চারদিকে তাকলাম এবং দেখলাম আমার মাথার উপর ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে; তখন আমার মনে হয়েছিল আমার নিজের দেশের তো কোনো স্বাধীন পতাকা নেই। এই ভেবে আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।” জীবনের শেষ ভাগে ব্যাঙ্গালোরে ‘রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ গড়ে তোলার পর তিনি বর্ণময় প্রকৃতির প্রেমে বৃন্দ হয়ে যান। তিনি হাজার হাজার দুর্লভ রত্নপাথর; হীরা; মুক্তো; খনিজ; প্রজাপতির ডানা এবং রকমারি ফুল সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর গবেষণাগারটি দেখতে ছিল এক জাদুঘরের মতো। প্রজাপতির ডানায় আলো পড়ে কেন রং বদলায়; হীরে কিভাবে আলোকবর্ণিমা শোষণ করে— এসব নিয়েই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন; “সবচেয়ে বড় গবেষণাগার হলো আমাদের চারপাশের প্রকৃতি।” রমণীর ব্যক্তিত্ব ছিল আপসহীন।স্বাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো নিয়ে



সুনীল মাইতি (বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক) তৎকালীন সরকারের অনেক নীতির সঙ্গেই তিনি একমত হতে পারেন নি। গবেষণায় সরকারি হস্তক্ষেপ তিনি একদম পছন্দ করতেন না। তাই তিনি ব্যাঙ্গালোরে নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও অর্থায়নে ইনস্টিটিউট তৈরি করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। নাইটহুড পাওয়া সত্ত্বেও নামের আগে ‘স্যার’ উপাধি ব্যবহারে উদাসীন ছিলেন। বিজ্ঞান বলতে কেবল দামি যন্ত্রপাতির প্রাচুর্য নয়; বরং অনুসন্ধিৎসু মন বোঝায়— উস্তর সি ভি রমন সারা জীবন এটিই প্রমাণ করে গেছেন। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে এই পরম দ্রষ্টাকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো তাঁর মতো করে প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখা এবং অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও সত্যের সন্ধানে অনড় থাকা। রমণ আমাদের শিখিয়েছেন; সিদ্ধিছাড়া অদম্য কৌতূহল থাকলে একটি সামান্য প্রিজম আর পকেট স্পেকট্রোস্কোপ দিয়েই বিজ্ঞান করা সম্ভব। মেহেন্দা পূর্ব মেদীনীপুর মোবাইল নাম্বার ৬২৯ ৫৫৩৩১০৭

ঠাকুরবাড়ির চায়ের মজলিস

ঠাকুরবাড়ির রমরমার দিন শুরু হয়েছিল দ্বারকানাথের হাতে। দ্বারকানাথ একদিকে যেমন জ্ঞানী, গুণী, আভিজাত্যময় শিল্পীমনের পুরুষ, তেমনই অন্যদিকে ছিলেন প্রকৃত ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসার জন্যই সাহেব-সুবোকে ডেকে বাড়িতে মজলিশ বসাতেন। বিশাল জমিদারি সামলানোর পাশাপাশি পাট, চিনি, আফিম, নীলের ব্যবসা বা জাহাজের ব্যবসা কি ছিল না তাঁর, তেমনই তাঁর চায়ের ব্যবসাও ছিল। *শান্তা শ্রীমানি*

ঠাকুরবাড়ির রমরমার দিন শুরু হয়েছিল দ্বারকানাথের হাতে। দ্বারকানাথ একদিকে যেমন জ্ঞানী, গুণী, আভিজাত্যময় শিল্পীমনের পুরুষ, তেমনই অন্যদিকে ছিলেন প্রকৃত ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসার জন্যই সাহেব-সুবোকে ডেকে বাড়িতে মজলিশ বসাতেন। বিশাল জমিদারি সামলানোর পাশাপাশি পাট, চিনি, আফিম, নীলের ব্যবসা বা জাহাজের ব্যবসা কি ছিল না তাঁর, তেমনই তাঁর চায়ের ব্যবসাও ছিল। বিলেতে তখন চায়ের খুব কদর। বিলেতে চা রফতানির প্রয়োজনেই অসমের বাগানে চা আবিষ্কার হল। এই চা আবিষ্কারের বছর দেশে পড়ে ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিংক ভারতের চায়ের ব্যবসার অনুমোদন দিলেন। দ্বারকানাথ আর দেরি করলেন না। অমনি চা ব্যবসা শুরু করেন। বাগিচা শিল্পের প্রযুক্তিকে ঋগত জানিয়েছিলেন তিনি। তিনিই অসমের চা প্রথম কলকাতায় এনে ইংল্যান্ডে রফতানি করেছিলেন। যে বাড়ি থেকে চায়ের ব্যবসা চলল, সে বাড়ির লোকেরা চা-পানে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এ আর নতুন কথা কি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা ছিলেন মজলিশ মানুষ। অবনীন্দ্রনাথের ‘আপনকথা’য় পাই গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দার সামনে লম্বা ঘরে সকালের চায়ে চায়ের মজলিশ বসত। গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক সাহেবসুবোর ভাব-সাব ছিল। একেক দিন সাহেবসুবোরোও আসত সেই বাড়ির মজলিশে। সেদিন সেখানে পেয়ারী বাবুচি উর্দি পরে তকমা ঝুলিয়ে ফিটফাট হয়ে হাজির থাকত সকাল থেকে। ছোটদের কেট-প্যাট পরিয়ে

করে বিলেতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়িতে এলে নীচে রান্ধায় দুজন বডিগাড়ি ঘোড়া চড়ে টুহল দিয়ে বেড়াত। সময় হয়ে গেলে খবর পাঠাত। কিন্তু সাহেব কিছুতেই উঠতেন না। গল্পই করে যেতেন। ডিনারের টাইম হয়ে গেলেও তাঁদের দুই বন্ধুর গল্প শেষ হত না। ঠাকুরবাড়ির আর এক মজলিশি মানুষ ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামীজি যখন দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন যতীন্দ্রমোহন স্বামীজি, নিবেদিতা এবং আরও কয়েকজনের ‘তাঁর সিঁথির বাগানবাড়ি মরকত কুঞ্জে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে ঘণ্টানা জানা যায়। যতীন্দ্রনাথ চিরকুট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতা জানিয়েছেন, মরকত কুঞ্জের ডুইংরমটি ছিল একবারে প্রথম শ্রেণির ইউরোপীয় রংচি ও বুদ্ধিতে সম্জিত রাজকীয় কক্ষতুল্য। সেদিন ওই কক্ষের বাইরের বারান্দায় চায়ের টেবিলে চা পান করছিলেন তাঁরা। চায়ের সঙ্গে আড্ডার একটা গভীর যোগ আছে। কত কিছুই যে ঘটেছে এই চায়ের আড্ডায়। চা-কে কেন্দ্র করে ঘটেছে নক্ষত্র সমাবেশ। মরকত কুঞ্জের চায়ের আসরের কদিন আগেই একটি ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডা বসিয়েছিলেন নিবেদিতা। নরেন্দ্রনাথ দশ স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়ে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাত্র একবারই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর সে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই ঐতিহাসিক

চায়ের আড্ডাতেই। ১৮৯৯ সালের ২৮ জানুয়ারি এই চায়ের আড্ডাটির আয়োজন করেছিলেন নিবেদিতা বিবেকানন্দেরই অনুরোধে। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, তিনি যদি তাঁর ব্রাহ্ম-বন্ধুদের আমন্ত্রণ করেন আনতে পারেন তাহলে তিনি অন্তেও সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন। সেই নির্দেশ পেয়েই নিবেদিতা চায়ের আসরের আয়োজন করেছিলেন। সে আড্ডায় নিমন্ত্রিত ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সন্তীক জগদীশচন্দ্র বসু, সন্তীক ড. প্রসন্নকুমার রায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সরলা ঘোষাল, তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে আড্ডায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি বসাতে পেরেছিলেন নিবেদিতা। দিনটি ছিল ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৯, শনিবার। নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায়, সন্ধ্যার সেই চায়ের আড্ডার ভাইরেমটি ছিল একবারে রবীন্দ্রনাথ, তিনটি গানও করেছিলেন। তাঁর একটি গান ছিল ‘বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে’। গানটির শেষে ছিল ‘এসো শান্তি’ কথা দুটি। নিবেদিতা ভেবেছিলেন গানটি বোধ হয় এই চায়ের আসরের জন্যই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এই আসরের তিন বছর আগেই ২৪.৯.১৮৯৫ তারিখে গানটি রচিত হয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের সদস্য স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চায়ের আসরেরও সুনাম ছিল সাহিত্য মহলে। অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষের পদধূলি পড়ে ছিল তাঁদের বাড়িতে। সরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁর ‘জীবনের

ঝরাপাতায়’য় লিখেছিলেন, তাঁর যখন উনিশ বছর বয়স তখন তিনি ভারতীতে কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি লেখিকাকে ধন্যবাদ দিয়ে একটি চিঠিও লিখেছিলেন এবং নিজের লেখা সেই এক সেট বই সরলাকে উপহারও দিয়েছিলেন। এরপর একদিন স্বর্ণকুমারী তাঁর কাম্বিয়াবাগানের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন চায়ের সমঝদার। জানকীনাথও তাই। স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চা বঙ্কিমচন্দ্রের খুব ভালো লাগে। সেকথা তিনি স্বর্ণকুমারীকে জানালে স্বর্ণকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে চায়ের একটি প্যাকেট ও একগুচ্ছ গোলাপ ফুল উপহার পাঠিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই আসতেন স্বর্ণকুমারীর চায়ের আসরে। সঙ্গে তাঁর দুই নাতিকেও আনতেন। শুধু বাঙালি বা ভারতীয়েরাও নান, স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চায়ের আসরে যোগ দিয়েছিলেন ইউরোপীয়রাও। স্বর্ণকুমারী নিজে যেমন ইউরোপীয়ানদের ডাকা পার্টিতে যেতেন, তেমনই তাঁর বাড়িতেও ইউরোপীয়ানদের নিমন্ত্রণ করতেন। ইউরোপীয়ানদের অভ্যর্থনার জন্য তাঁর বাড়িতে বিশাল ড্রয়িংরুম ছিল। ঘরটি চেয়ার টেবিল দিয়ে সম্জিত ছিল। সেখানেই অতিথিদের আ্যায়ান করতেন তিনি। অতিথিরা এলেই প্রথমে তিনি সুন্দর জাপানি কাপে চা পরিবেশন করতেন। চায়ের পরেই আসত টা। কেক, স্যান্ডউইচ, ফ্রায়েড রাইস, বিস্কিট

উইথ হটচিজ, স্যালাড, ফ্রুট, ক্রিম, শরব প্রভৃতি নানারকম খাবার একে একে আসতে থাকত অতিথিদের জন্য। স্বর্ণকুমারী নিজে অতিথিদের খাবার দিয়ে যেতেন যতক্ষণ না তাঁরা বাধা দিতেন। (Introduction E.M. Lang- An Unfinished Song- 1913- London- P.6) বাঙালির জীবনে এমন কোনও বিষয় নেই যেকোনে রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া পড়েনি। তাই চা নিয়ে যে তিনি লিখবেন এ আর বেশি কথা কি। চা-পানের বিষয়ে ভীষণ আত্মহী ছিলেন তিনি। জোড়াসাঁকোর লালবাড়ি অর্থাৎ বিচিত্রা বাড়িতেও বসত চালিয়ে আসার। সে বাড়ির দোতলায় রবীন্দ্রনাথের বসার ঘরে এখনও আছে একটি টি-টেবিল ও তিনটি কেরদার। শান্তিনিকেতনে যে চা চক্র বা চায়ে পরিপূর্ণ আড্ডা বসত তার নাম তিনি দিয়েছিলেন ‘চাক্র’। এমনকী এই চা-চক্র বা ‘চাক্র’র প্রবর্তনের দিনে লিখেছিলেন একটি গানও। যা পরে লিপটন টি কোম্পানির বিজ্ঞাপনেও সাদরে ব্যবহৃত হয়েছিল : হায় হায় হায় / দিন চলি যায় / চা স্পৃহা চঞ্চল / চল, চল হে! / টগবগ-উচ্ছল / কাখলিতল-জল / কল কল হে! / এল চীনগগন হতে / পূর্ব পবনস্রোতে / শ্যামলরসধরপঞ্জ, / শ্রাবণবাসরে / রসধরধর ধরে / ভুজ হে ভুজ / দলবল হে! গানের এর পরের অংশটি আরও মজাদার। সেখানে রবীন্দ্রনাথ পৃথি বিশারদ, গণিতবদ, কাব্যরসিক, চিত্রকর, বাউণ্ডুলে থেকে শুরু করে এমনকী শশব্যস্ত হিসাবরক্ষকদেরকেও কর্মজীবনের ধানি চটপট ভুলবার জন্য চা পানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। গানটি মুদ্রিত আছে ‘প্রহাসিনী’ কাব্যগ্রন্থে। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় কল্যাণপুরিয়ান সামাজিক সংস্থার দ্বিতীয় শিক্ষক দিবস উদযাপন



আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কল্যাণপুরিয়ান সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় ‘শিক্ষক দিবস উদযাপন-২০২৬’ অনুষ্ঠান। রবিবার আগরতলার সুপারি বাগানস্থিত দশরথ দেববর্মণ স্মৃতি প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

কল্যাণপুর্ আরডি ব্লক এলাকার যেসব মানুষ কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চাকরি ও বিভিন্ন পেশাগত কারণে বর্তমানে আগরতলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে ‘কল্যাণপুরিয়ান সামাজিক সংস্থা’। সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবছর শিক্ষা ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান জানানো এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রবিবার সকাল ১১টায় ভারতরত্ন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সায়ক মুখার্জি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষক ও সমাজকর্মী এবং অনুষ্ঠানের আয়োজক নীলকান্ত সিংহ। তিনি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরেন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজকর্মী ডা. তাপস কুমার সরকার তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যে কল্যাণপুরিয়ান সামাজিক সংস্থার উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, শৈশব, কৈশোর, শিক্ষাজীবন এবং নিজেদের এলাকার মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠা আঞ্চিক সম্পর্ক কখনও ভোলা যায় না। তিনি বলেন, জীবনের চলার পথে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রকৃত শিক্ষাগুরুর ভূমিকা পালন করেন। ওই শিক্ষকদের সম্মান জানানো এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলাই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

সংস্থার উপদেষ্টা চেয়ারম্যান, প্রাক্তন বরিশ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা অধিকর্তা স্যেব দত্ত মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা সায়ক মুখার্জিও কল্যাণপুরিয়ানদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করে আত্মদর্শন ও মানবিকতার বিকাশে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

দেবজ্যোতির মর্মান্তিক মৃত্যুর পর জগন্নাথ দিঘিতে গঙ্গা পূজা, ১০৮ কলসি গোমতীর জল অর্পণ

উদয়পুর, ১৩ সেপ্টেম্বর: গত ৬ সেপ্টেম্বর উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘিতে মান করাতে গিয়ে জলহীন ভূমি মৃত্যু হয় উদয়পুর ডন বসকো স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র দেবজ্যোতি দে-র। মর্মান্তিক এই ঘটনার পর থেকেই দিঘির জল ব্যবহার থেকে বিরত ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। সেই জলকে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী শুদ্ধ ও পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে রবিবার সকালে জগন্নাথ দিঘির ঘাটে আয়োজন করা হয় বিশেষ গঙ্গা পূজা।

উদয়পুর পুর পরিষদের সহযোগিতায় এবং উদয়পুর জগন্নাথ বাড়ি মন্দির উন্নয়ন কমিটির পরিচালনায় এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই জগন্নাথ দিঘির ঘাটে গুরু হয় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির সদস্য, পুর পরিষদের প্রতিনিধিসহ এলাকার বহু ভক্তপ্রাণ মানুষ। হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী জগন্নাথ দিঘির জল শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী গোমতী নদী থেকে ১০৮

কলসি জল আনা হয়। পরে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সেই জল জগন্নাথ দিঘিতে অর্পণ করা হয়। পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় গঙ্গা পূজার বায়বীয় কর্মসূচি।

উল্লেখ্য, গত ৬ সেপ্টেম্বর দিঘিতে স্নান করতে গিয়ে দেবজ্যোতি দে-র মৃত্যুর পর থেকেই দিঘির জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকে বিরত ছিলেন। ঘটন্যাতি স্থানীয়দের মধ্যে গভীর শোকের পাশাপাশি দিঘির জল ব্যবহার নিয়েও এক ধরনের

মানসিক সংশয় তৈরি করেছিল। রবিবারের গঙ্গা পূজার পর হিন্দু ধর্মীয় রীতি ও শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী জগন্নাথ দিঘির জল পুনরায় ব্যবহার করা যাবে বলে জানানো হয়। এদিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে জগন্নাথ দিঘির ঘাটে ভক্তদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও স্থানীয় রীতিনীতিতে সামনে রেখে আয়োজিত এই গঙ্গা পূজার মধ্য দিয়ে জগন্নাথ দিঘির জল ব্যবহারের বিষয়টি ফের স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হলো।

মোদির ২৫ বছরের শাসনপর্বে ‘ফ্র্যাঞ্জাইল ফাইভ’ থেকে বিশ্বশক্তিতে ভারতের উত্তরণ: অমিত শাহ

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০০১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত টানা ২৫ বছরের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শাসনপর্বে গুজরাট ও ভারতের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর মতে, দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অবক্ষয়ের অবসান ঘটিয়ে দেশে ‘পারফরম্যান্সের রাজনীতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের সঙ্গে রবিবার মুম্বইয়ে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে অমিত শাহ ২০১৪ সালের পর কেন্দ্রের বিভিন্ন সংস্কারের কথা তুলে ধরেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির আগামী ৭ অক্টোবর সরকারি পদে টানা ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে এক মাসব্যাপী ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর ঘোষণা করেন তিনি।

ইউপিএ সরকারের সময়ের সঙ্গে ২০১৪ সালের পরের সময়ের তুলনা করে অমিত শাহ দাবি করেন, একসময় বিশ্বের ‘ফ্র্যাঞ্জাইল ফাইভ’ অর্থনীতির তালিকা থেকে ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম প্রধান প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, ২০১৪ সালের আগে দেশের অগ্রগতির পথে জাতপাতের রাজনীতি, দুর্নীতি এবং পরিবারতন্ত্রই তিনটি বড় বাধা ছিল। তাঁর দাবি, ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে এই তিনটি সমস্যার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং দেশ এখন ‘পারফরম্যান্সের রাজনীতি’র মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। গত ১২ বছরে দেশের মানুষ প্রথমবার একটি দৃঢ় ও সিদ্ধান্তমূলক বিদেশনীতি প্রত্যক্ষ করেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সীমান্ত নিরাপত্তার প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আন্তঃসীমান্ত অনুপ্রবেশ এবং অবৈধ অভিবাসন চক্রের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি সম্পূর্ণ

কঠোর। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করে বহিস্কার করা হবে বলেও তিনি জানান।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক ক্ষেত্রে সরকারের সাক্ষ্যের কথা তুলে ধরে অমিত শাহ দাবি করেন, কেন্দ্র দীর্ঘদিনের তিনটি সমস্যার অবসান ঘটিয়েছে২০১৭ সাল, নকসালবাদ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিবাদ। দেশের নাগরিক বা প্রশস্ত বাহিনীর সদস্যদের প্রাণহানির সঙ্গে যুক্ত যে কোনও যড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এখন ভারত তাত্ক্ষণিক ও পাল্টা জবাব দেয় বলেও তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১৭ সেপ্টেম্বরের জন্মদিন এবং ৭ অক্টোবর সরকারি দায়িত্বে টানা ২৫ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে এনডিএ পরিবার ও বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন মিলে দেশজুড়ে বৃহৎ জনসেবা কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে জানান শাহ। আগে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ‘সেবা সপ্তাহ’ হিসেবে পালন করা হলেও এ বছর তা এক মাসে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা ও নিরবচ্ছিন্ন ২৫ বছরের জনসেবার নজির খুব কম নেতারই রয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করবে বলেও তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রীর আমলে সাংস্কৃতিক ও আইনি সংস্কারের কথাও তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ১৯৪৭ সালের পর প্রথমবার ভারতীয় আঞ্চলিক রাজ্যগুলি জাতীয় পর্যায়ে এতটা গুরুত্ব পেয়েছে। পাশাপাশি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি কার্যকর করার প্রক্রিয়াও বিভিন্ন রাজ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে তিনি জানান।

অমিত শাহ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, বর্তমানে বিজেপি-এনডিএ শাসিত ২১টি রাজ্যেই ২০২৯ সালের আগে সম্পূর্ণভাবে ইউসিসি চালু ও কার্যকর করা হবে।

বিশালগড় থানার পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি পরিবারের

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: বিশালগড় থানার এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশালগড় এলাকায়।

অভিযোগকারী পরিবারের দাবি, বিষয়টি নিয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন। জানা গেছে, প্রায় এক থেকে দেড় মাস আগে বিশালগড় ১ নম্বর গেট সড়ক এলাকায় ই - রিস্তা চালক এবং এক যাত্রীর মধ্যে ভাড়া নিয়ে বাকবিতণ্ডা ও মারধরের ঘটনা ঘটে। পরিবারের অভিযোগ, ওই

অসমের পরবর্তী উন্নয়নের ভিত্তি হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা: হিমন্ত বিশ্বশর্মা

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমের পরবর্তী উন্নয়ন পর্বের ভিত্তি হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানানেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উন্নত সড়ক ও রেল পরিকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রবিবার যোহাটের চিনামারায় একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ (আরওবি) উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঐতিহাসিক এই শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যানজটপ্রবণ এলাকায় নতুন সেতুটি যান চলাচল সহজ করবে। পাশাপাশি, রাজ্যের বিভিন্ন রেল ক্রসিংকে যানজটমুক্ত করার বৃহত্তর উদ্যোগেরও অংশ এই প্রকল্প।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “মানুষ প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন অসমের শহর, ছোট শহর ও গ্রামগুলিতে এত সেতু তৈরি করা হচ্ছে। কারণ, কয়েক দশক ধরে আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলাম এবং উন্নয়নের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছতে পারিনি।”

তিনি বলেন, যোগাযোগের ঘাটতি দূর করা এবং বাধাহীন যাতায়াতকে ব্যতিক্রম নয়, বরং স্বাভাবিক ব্যবস্থায় পরিণত করা সরকারের দায়িত্ব চিনামারা আরওবি-কে রাজ্যজুড়ে রেল ক্রসিংয়ের কারণে তৈরি হওয়া যানজট ও বিলম্ব দূর করার সরকারি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নতুন সেতুর ফলে চিনামারায় যান চলাচল আরও মসৃণ হবে এবং রেললাইন পারাপারে যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সময়ও কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাস্ত শহর ও আধা-শহর এলাকায় রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে যানবাহন ও পথচারীদের দীর্ঘ অপেক্ষা কমাতেও এই ধরনের পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয় নয়, অসমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্যও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ পুরে এক মানসিকভাবে অক্ষম মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন বারইপুর পুলিশ জেলার এক পদস্থ আধিকারিক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে বাড়িতে একা ছিলেন ওই মহিলা। অভিযোগ, সেই সুযোগে স্থানীয় এক যুবক বাড়িতে ঢুক তাকে আক্রমণ করে এবং ধর্ষণ করে। ঘটনার কথা কাউকে জানালে তাকে খুন করার ঝুঁকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে

পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে এলে মহিলা তাঁদের কাছে পুরো ঘটনা জানান।

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বাকুলতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মহিলার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার সকালে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা দাবি করেন, শুধু থেংফতার করলেই হবে না, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। পরে পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে

তাঁরা রাস্তা থেকে সরে যান। পুলিশ আধিকারিক জানান, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, একই বারইপুর এলাকায় শুক্রবার ১৩ বছরের মেয়েকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে থেংফতার করা হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ওই কিশোরীর দিদি। তাঁর অভিযোগ, বাবার যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। একইভাবে তাঁর ছোট বোনও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বারইপুর মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করে।



ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সলয় শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে নবজ্যোতি সংঘের উদ্যোগে প্রতিবছরের নয় এ বছরও গণেশ পূজার আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সুইচ বন্ধ করেও এলইডি বাম্ব জ্বলছে অজান্তেই কি বাড়ছে বিদ্যুতের বিল



রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঘরের সুইচটা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু দেখলেন, বাম্বটা পুরোপুরি নিভছে না। অন্ধকার ঘরে হালকা আলোয় টিমটিম করছে। কখনও নীলচে, কখনও সাদা বা হলুদ আভাও দেখা যায়। এমন দৃশ্য দেখে অনেকেই ভাবেন, নিশ্চয়ই বাম্ব খারাপ হয়ে গিয়েছে। কারও আবার মনে হতে পারে, এর পিছনে রয়েছে কোনও রহস্যময় কারণ!

আসলে এর পিছনে রয়েছে খুবই সাধারণ বৈদ্যুতিক ঘটনা। বিশেষ করে আধুনিক এলইডি বাম্বের সার্কিট খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুতেও প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। তাই সুইচ বন্ধ করার পরও সামান্য কারেন্ট বা ভোল্টেজ থাকলে বাম্বটি একেবারে অন্ধকার নাও হতে পারে।

সুইচ অফ করার পরও আলো জ্বলে কেন? এর অন্যতম কারণ হল লিকেজ কারেন্ট বা ক্যাপাসিটিভ কাপলিং। বাড়ির বৈদ্যুতিক তারগুলি অনেক সময় পাশাপাশি দিয়ে যায়। একটি তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার পাশের অন্য তারে খুব সামান্য বৈদ্যুতিক প্রভাব

তৈরি হতে পারে। এটাকেই সহজ ভাষায় কাপলিং বলা যায়। এই সামান্য বিদ্যুৎ সাধারণ ফিল্যামেন্ট বাম্ব জ্বালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু এলইডি বাম্বের ইলেকট্রনিক ড্রাইভার খুব সংবেদনশীল হওয়ায় অতি সামান্য কারেন্টেও তার ভিতরের সার্কিটে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তখন বাম্ব হালকা আলো দেখা যায় বা মাঝে মাঝে টিমটিম করতে পারে।

আরও একটি কারণ হতে পারে সুইচ বা ওয়ারিংয়ের ভুল সংযোগ। সাধারণভাবে সুইচটি ফেজ লাইনে বসানোই সঠিক পদ্ধতি। কিন্তু কোনও বাড়ির ওয়ারিংয়ে সুইচিং সঠিকভাবে না হলে সুইচ অফ করার পরও বাম্বের সার্কিটে কিছু ভোল্টেজ থেকে যেতে পারে। পুরনো বা ক্রটিপূর্ণ ওয়ারিংয়ের ক্ষেত্রেও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে ইন্ডাক্টর-সহ সুইচ, ডিমার বা স্মার্ট সুইচের সার্কিট থেকেও অল্প পরিমাণ কারেন্ট এলইডি বাম্বের দিকে যেতে পারে। ফলে সুইচ অফ থাকলেও

বাম্ব হালকা জ্বলতে পারে। তাহলে কি বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে? এই জায়গাতেই সবচেয়ে বেশি চিন্তা করেন বাড়ির সদস্যরা। তবে সাধারণত সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থায় এলইডি বাম্বের এ ধরনের মৃদু আলোয় বিদ্যুতের খরচ অত্যন্ত কম। ফলে শুধুমাত্র এই কারণে মাসের শেষে বিদ্যুৎ বিল হু হু করে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সাধারণত থাকে না। তবে বাম্ব যদি খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকে, দীর্ঘক্ষণ গ্লিকার করে, বারবার নিজে থেকে জ্বলে-নেভে অথবা একই সঙ্গে অন্য বৈদ্যুতিক সমস্যাও দেখা দেয়, তাহলে বিষয়টি উপেক্ষা করা উচিত নয়।

কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন? প্রথমেই নিজের হাতে সুইচবোর্ড খুলে তার নাড়াচাড়া করবেন না। কারণ ঘরের বৈদ্যুতিক লাইনে বিপজ্জনক ভোল্টেজ থাকতে পারে। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানকে দিয়ে ফেজ-নিউট্রাল সংযোগ, সুইচের ওয়ারিং, লিকেজ কারেন্ট এবং সুইচের ধরন পরীক্ষা করান। প্রয়োজনে অন্য একটি ভালো মানের এলইডি বাম্ব লাগিয়েও দেখা যেতে পারে। কারণ কখনও কখনও নির্দিষ্ট এলইডি বাম্বের ড্রাইভার সামান্য অবশিষ্ট ভোল্টেজের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হয়।

তাই সুইচ বন্ধ করার পর এলইডি বাম্ব হালকা টিমটিম করলেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি কোনও ভূতুড়ে কাণ্ড নয়, বরং এলইডির সংবেদনশীল সার্কিট এবং ঘরের বৈদ্যুতিক সংযোগের কারণে তৈরি হওয়া একটি বৈদ্যুতিক ঘটনা। তবে আলো যদি অস্বাভাবিকভাবে বেশি হয় বা ওয়ারিং নিয়ে সন্দেহ থাকে, নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই ইলেকট্রিশিয়ানের সাহায্য নিন।

স্কুল বা অফিস ব্যাগ পরিষ্কার করার আটটি সহজ উপায়

রোজ অফিস বা স্কুল যাওয়ার সময় যে ব্যাগটি আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী হয়, তার ভেতরে কিন্তু অজান্তেই প্রচুর ময়লা জমে যায়। খেয়াল করে দেখবেন, মোবাইল, চাবি বা টিফিনের বাস্ক থেকে গুরু করে ব্যবহৃত টিস্যু জমিয়ে রাখলে ব্যাগের ভেতরটা আন্ত ডাস্টবিন হয়ে ওঠে। তাই বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখালেও নিয়মিত ব্যাগের ভেতরটা জীবাণুমুক্ত করা আপনার সুস্থতার জন্যই খুব জরুরি।

ব্যাগ পরিষ্কার করার প্রথম ধাপ হল ব্যাগের ভেতরের প্রতিটি পকেট পুরোপুরি ফাঁকা করে ফেলা। অনেক সময় ব্যাগের কোণায় পুরোনো বিল, চকলেটের মোড়ক বা বিস্কুটের গুঁড়ো লুকিয়ে থাকে, যা থেকে মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাই ভালো করে উল্টেপাল্টে ব্যাগের ভেতর জমে থাকা সমস্ত ধুলো ও ময়লা সবাব আগে আপনার ঝেড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। এবার একটি পরিষ্কার মাইক্রোফাইবার কাপড় বা নরম স্পঞ্জ নিয়ে হালকা সাবান-জলে ভালো করে ভিজিয়ে নিন। সেই ভেজা কাপড় দিয়ে ব্যাগের ভেতরের অংশগুলো খুব সাবধানে এবং ধীরে ধীরে মুছে নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন কাপড়টি যেন অতিরিক্ত ভিজে না থাকে, নাহলে ব্যাগের ভেতরে জল বসে ফাঙ্গাস তৈরি হওয়ার ভয় থাকে।

ব্যাগের তলার দিকটা সবচেয়ে বেশি নোংরা হয়, কারণ ব্যাগটি কখনও বাসের নিচে বা অফিসের মেঝেতে রাখা হয়। এই অংশের বাইরের দিকটা যেমন মোছা দরকার, তেমনই ভেতরের দিকে

জমে থাকা ধুলোও পরিষ্কার করা আপনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনে পুরোনো টুথব্রাশ ব্যবহার করে ব্যাগের ভেতরের কোণাগুলো একদম ঝকঝকে পরিষ্কার করে নিতে পারেন। আপনার ব্যাগটি যদি কাপড়ের তৈরি হয়, তবে সেটি ওয়াশিং মেশিনে হালকা ঠান্ডাজলে খুব সহজেই ধুয়ে নিতে পারেন। তবে মেশিনে দেওয়ার আগে ব্যাগের গায়ে লেখা নিয়মাবলি বা ক্লেয়ার ইনস্ট্রাকশনটি একবার অবশ্যই পড়ে নেবেন। লেদার বা রেজিনের ব্যাগ হলে কোনও মতেই মেশিনে দেবেন না, বরং বিশেষ ক্লিনার দিয়ে ওপর থেকে মুছে নিন।

পরিষ্কার করার পর ব্যাগটি খুব ভালো করে শুকিয়ে নেওয়াটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি জরুরি একটি কাজ। ভেজা অবস্থায় ব্যাগের চেন বন্ধ করে রাখলে ভেতরে স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধ হতে পারে এবং ভেতরের জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই অন্তত একদিন খোলা হাওয়ায় বা হালকা রোদে ব্যাগটি মেলে রাখুন যাতে

ভেতরের আর্দ্রতা পুরোপুরি শুকিয়ে যায়। শুধু ব্যাগ পরিষ্কার করলেই হবে না, ব্যাগের ভেতরে আপনার নিয়মিত রাখা জিনিসগুলোও জীবাণুমুক্ত করা দরকার। মোবাইল ফোন, চাবির রিং, মেকআপ পাউচ বা হেডফোনের গায়ে লেগে থাকা ময়লা থেকেও পরিষ্কার ব্যাগ আবার নোংরা হতে পারে। তাই পুনরায় ব্যাগে ঢোকানোর আগে এই জিনিসগুলোকে স্যানিটাইজার বা ভেজা ওয়াইপস দিয়ে একবার ভালো করে মুছে নিন।

ব্যাগের ভেতরটা পরিষ্কার রাখতে টিফিন বস্ক থেকে তেল-ঝোল লিক করছে কি না, সেদিকে রোজ একবার নজর দিন। ব্যবহার করা টিস্যু পেপার বা আবর্জনা ব্যাগের ভেতর জমিয়ে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলার অভ্যাস তৈরি করুন। প্রতি এক বা দুই সপ্তাহ অন্তর এইভাবে পরিষ্কার করলে আপনার প্রিয় ব্যাগটি নতুনের মতোই ঝকঝকে ও জীবাণুমুক্ত থাকবে।



আইসক্রিম খেলেই মাথা ধরে কেন

ফ্রিজ থেকে আইসক্রিমটা বার করেই মুখে দিলেন। কনকনে ঠান্ডায় তো দাঁত শিরশির করেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই আবার মাথাও ধরে যায়। যেন মনে হয় মাথায় একটা কারেন্টের শকলাগল। কিন্তু কেন এমনটা মনে হয়? চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এর একটা কঠিন নাম রয়েছে। বলা হয় স্পেনোপ্যালাটিহিন গ্যাংলিওনিউরালজিয়া। তবে চলতি কথায় এটিকে 'ব্রেইন

যেহেতু এই একই স্নায়ু সংকেত কপাল এবং মাথার সামনের অংশ থেকেও মস্তিষ্কে তথ্য নিয়ে যায়, তাই মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যখন ঠান্ডা কিছু খান সেটা মূলত আপনার টাকরা বা আপনার প্যালেট এ লাগে, এই জায়গায় ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ম্যাঞ্জিলারি cnv২ ভাগটা থাকে, যেটা মুখের হঠাৎ করে ঠান্ডা হয়ে যাওয়াটা ধরতে পেরে প্যানিক করে বসে, ঠান্ডায়



ব্রিজ' বা 'আইসক্রিম হেডেক' বলা হয়। বিষয়টা ঠিক কী? কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়? রক্তনালীর হঠাৎ সংকোচন ও প্রসারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যখন খুব ঠান্ডা কোনও খাবার বা পানীয় খুব দ্রুত আমাদের তালু বা গলার পিছনের অংশে স্পর্শ করে, তখন সেখানকার রক্তনালীগুলো হঠাৎ ভীষণ সংকুচিত হয়ে যায়। এর পরপরই শরীর ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা স্বাভাবিক করতে দ্রুত রক্তপ্রবাহ বাড়ানোর চেষ্টা করে। ফলে রক্তনালীগুলো দ্রুত প্রসারিত হয়। ত্রিশূলী স্নায়ু বা ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ভূমিকা বিশেষজ্ঞদের আরও অনেকে বলেন, মুখ, তালু ও মাথার সামনের অংশের স্নায়ু সংযোগের মূল দায়িত্বে থাকে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ।

মস্তিষ্কের বিভ্রান্তি

প্রথমে রক্তনালী দ্রুত সংকুচিত হয়, আর পরক্ষণেই রক্তনালীগুলি বড় করে দেয় শরীর যাতে তাড়াতাড়ি গরম রক্ত আসতে পারে। এই ব্যথার সিগন্যালটিই ট্রাইজেমিনাল নার্ভ দ্রুত ব্রেনে পাঠায়, যেটার উৎস ব্রেন বুঝতে না পেরে গোটা মাথা জুড়েই ব্যথাকে ছড়িয়ে দেয়।

ব্রেইন ফ্রিজ হলে দ্রুত মুক্তি পাওয়ার উপায়: জিভ তালুতে চেপে ধরুন: মুখের জিভটিকে চ্যাপ্টা করে তালুর ওপর শক্ত করে চেপে রাখুন। জিভের উষ্ণতায় তালুর তাপমাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। উষ্ণ জল পান করুন: সামান্য সাধারণ বা কুসুম গরম জল পান করলে আরাম পাওয়া যায়। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে শ্বাস নিন: হাতের তালু দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে গরম শ্বাস ভেতরে নিলে মুখের ভেতরের তাপমাত্রা বাড়ে।

ঠিক কত কেজির ইলিশ কিনলে স্বাদে সেরা হয়



বর্ষার মেঘলা আকাশ আর ইলিশের অমোঘ টান বাঙালির এই চিরন্তন প্রেমের সমীকরণ যেন কোনওদিন পুরনো হওয়ার নয়। সূর্যোবাটা দিয়ে ঝাল, কাঁচা লঙ্কা-কালো জিরে দিয়ে পাতলা ঝোল কিংবা মুড়ো দিয়ে কচুর শাক, পাত্রে এক টুকরো খাঁটি ইলিশ পড়লে যেকোনও বাঙালির কাছেই মধ্যাহ্নভোজ একদম জমে ক্ষীর! তবে সব আনন্দের ওপর জল ঢেলে যায় তখনই, যখন বড় খলি খাঁচা করে মোটা অঙ্কের টাকা ঢালবার পরও রান্নার পর মাছের সেই স্বাদ বা সুবাসের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। কেবল 'পদ্মার ইলিশ' কিংবা চড়া দামের বিজ্ঞাপন দেখে বাজার থেকে মাছ কিনে আনলেই কিন্তু স্বাদের গ্যারান্টি পাওয়া যায় না। পারফেক্ট ইলিশ কোয়ার গোপন মন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে মাছটার ওজন এবং শারীরিক গড়নে। অঙ্কের মতো সবচেয়ে বড় মাছটি তুলে নেওয়ার প্রবণতাই আসলে ঠকে যাওয়ার প্রধান কারণ। তাহলে সেরা ইলিশ বাছাইয়ের

ক্ষেত্রে ঠিক কোন হিসাবটা মাথায় রাখবেন? গবেষণা অনুযায়ী, অতিরিক্ত ছোট কিংবা অতিমাত্রায় বিশাল আকৃতির ইলিশ কখনওই স্বাদের বিচারে সেরা হয় না। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় অভিজ্ঞতা পেতে চাইলে ১ কেজি থেকে ১.৫ (দেড়) কেজি ওজনের ইলিশ কেনাই সবচেয়ে আদর্শ সিদ্ধান্ত। এই নির্দিষ্ট ওজনসীমার মধ্যে থাকা মাছের শরীরে প্রাকৃতিক চর্বি ও তেলের ভারসাম্য থাকে একদম নিখুঁত। রান্নার সময় এই চর্বি গলেই মাছকে করে তোলে অত্যন্ত তুলতুলে, নরম ও সুস্বাদু। অন্যদিকে আড়াই-তিন কেজি বা তারও বেশি ওজনের অতিকায় ইলিশে অনেক সময় আঁশটে বা অতিরিক্ত শক্ত হয়ে পড়ে, যা ইলিশের আসল স্বাদ অনেকটাই নষ্ট করে দেয়। তাই আগামী দিন বাজারে গিয়ে চড়া দাম দিয়ে কেবল সাইজ না দেখে, ওজনের কাঁটা ১ থেকে দেড় কেজির ইলিশ মেপে নিন তবেই মিলবে বাঙালিয়ানার খাঁটি স্বাদ।

ঝরঝরে ভাতের জন্য ঠিক কতবার চাল ধোয়া উচিত

বাঙালির খাদ্যতালিকায় ভাত না হলে যেন দিনটাই অসম্পূর্ণ থাকে। তবে বধ চেষ্টা করেও অনেক সময়ই দেখা যায় রান্না করা ভাত ঝরঝরে না হয়ে গেলে বা একে অপরের সঙ্গে সেটে নরম হয়ে গেছে। অনেকেই মনে করেন জলের পরিমাপ বা আঁচের গরমের ওপর ভাতের ঝরঝরে হওয়া নির্ভর করে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ঝরঝরে ভাতের মূল রহস্য আসলে লুকিয়ে রয়েছে চাল ধোয়ার অভ্যাসে। কিন্তু চাল ঠিক কতবার বা কতক্ষণ ধরে ধোয়া উচিত? অনেকেই অতিরিক্ত পরিষ্কারের আশায় ৪-৫ বার বা তারও বেশি চাল কচলে ধুয়ে থাকেন। সঠিক নিয়মে চাল ধোয়ার মাধ্যমে চালের বাইরের অতিরিক্ত স্টার্চ বা শ্বেতসার দূর হয়, যা ভাতকে আঠালো হওয়া থেকে বাঁচায়। ঠিক কতবার চাল ধোবেন? সঠিক পরিমিত পরিষ্কার ও নিখুঁত টেক্সচারের জন্য চাল অন্তত ৩ থেকে ৪ বার ধোয়া উচিত। প্রথম দু'বার হালকা হাতে চাল ধুলে ভেতরের ধুলোবালি ও ময়লা বের



হয়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থবার চালের গায়ে লেগে থাকা অতিরিক্ত স্টার্চ ধুয়ে পরিষ্কার হয়। চাল ধোয়ার সময় প্রথমবার জল খুব ঘোলা দেখাবে। তিন থেকে চারবার ধোয়ার পর যখন দেখবেন পাত্রে জল আর অতিরিক্ত ঘোলা থাকছে না এবং অনেকটা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখাচ্ছে, তখনই বুঝবেন চাল রান্নার জন্য একদম প্রস্তুত। পাত্রে চাল নিয়ে হাত দিয়ে অতিরিক্ত কচলানো বা ডলে ধোয়া একেবারেই উচিত নয়। এতে চালের দানা ভেঙে যায় এবং রান্নার সময় শ্বেতসার বের হয়ে ভাত আরও বেশি আঠালো হয়ে যায়।

সবসময় হালকা হাতে বুঝাকারে ঘুরিয়ে চাল ধোয়া উচিত। চাল ধোয়ার পর অন্তত ১৫ থেকে ৩০ মিনিট তা পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত। এতে চাল জল শোষণ করে খানিকটা ফুলে ওঠে এবং রান্নার পর ভাতের প্রতিটি দানা সুন্দর ও লম্বাটে হয়। চাল খুব বেশিবার ধুলে তার মধ্যে থাকা জল দ্রবণীয় ভিটামিন (যেমন ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স) নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ৪ বারের বেশি চাল ধোয়ার প্রয়োজন নেই। ঝরঝরে ও পুষ্টিকর ভাতের জন্য ৩-৪ বার হালকা হাতে চাল ধোওয়াই আদর্শ পদ্ধতি।

চা না কফি — কোনটা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ



চা ও কফি দুটোই বাঙালির অত্যন্ত পছন্দের একটি পানীয়। কেউ চা পান করি, কেউ কফি। তবে এখানেই একটি প্রশ্ন। এই দুটোর মধ্যে কোনটি ভাল, এই নিয়ে বহুদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। যদিও এই ২ পানীয় নিয়েই গবেষণা কম হয়নি। দুটোরই ভাল ও খারাপ দিক আছে। আপনি কি জানেন, চা আসলে এসেছিল চিন থেকে? এমনকি আগে ব্রিটিশরাও চা পান করার জন্য বিজ্ঞাপন দিত। তাদের মতে, সেই চা খেলে নাকি জ্বর, মাথাব্যথা মায় কলেরা থেকেও মুক্তি পাওয়া যেত। যদিও অনেককে সেই সময় বিনা পয়সাতে চা খাইয়ে চায়ের দ্রব্যগুণ বোঝানো হত। যদিও অনেকেই বলেন, সেই সময় চা নিয়ে যা বলা হত, তার অধিকাংশই মিথ্যা। তাই সেসব বাক্যকে আশুপাক্য ধরে

নেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু সত্যি কি চায়ের কিছু ভাল গুণ আছে? নানা গবেষণা অন্তত তাই বলছে। একটি গবেষণা অনুযায়ী, প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের উপর একটি পরীক্ষা চালানো হয়। সেখানেই দেখা গিয়েছে, নিয়মিত চা খাঁরা খান, তাঁদের লিভার সিরোসিসের মতো রোগ থেকে সম্পূর্ণ বিপণ্ডিত আছেন। অনেকে বলেন, চা পান করলে মন খারাপ কমে যায়। ২০১৫ সালে একটি গবেষণা হয়েছিল, সেই গবেষণাতে প্রায় ২৩ হাজার মানুষের উপর একটি সার্ভে করা হয়। সেখানেই দেখা গিয়েছিল, যারা প্রতিদিন ৩ কাপ চা খান, তাঁদের বিষমভার বা মন খারাপ বলায়, একজনের ভালবাসা লাভা। তাই চা খেলেই রোগ কমবে, এমন কিছু স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। সেই

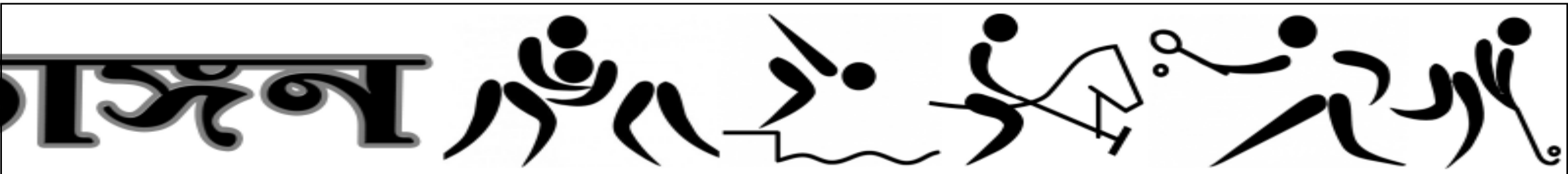
সার্ভেতে দেখা গিয়েছিল, দিনে কম করে ৩ কাপ চা খেলে স্ট্রোক কম হয়। হৃদরোগ থেকে চা বাঁচায়, বিশেষজ্ঞরা এটাও মনে করেন। আরও একটি গবেষণা হয়েছিল। সেই গবেষণাতে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মানুষের উপর একটি পরীক্ষা হয়েছিল। সেখানে দেখা গিয়েছিল, প্রতিদিন ২ কাপ চা খেলে টাইপ ২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি ৪-৬ শতাংশ কমার সম্ভাবনা আছে। এমনকি অনেক বিশেষজ্ঞ এও বলেন, চা খেলে প্রস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায়। তবে এসব গবেষণার ফল নিয়ে বিশেষ মাতামতি না করাি ভাল। কারণ, তথ্যের ফল আলাদা। একজন মানুষের পছন্দ আলাদা, একজনের ভালবাসা আলাদা। তাই চা খেলেই রোগ কমবে, এমন কিছু বলা যায় না।

লিফটের ভিতরে আয়না থাকে মুখ দেখার জন্য না অন্য কারণে

অফিস, শপিং মল বা অ্যাপার্টমেন্ট। যে কোনও জায়গায় লিফটে উঠলে চোখে পড়ে আয়না। একদিকের দেওয়ালে লম্বা আকারের আয়না থাকে হোটেলের লিফটেও। ওঠার বা নামার সময় একবার চট করে মুখটা আয়নায় দেখে নেন অনেকেই। কিন্তু লিফটে আয়না লাগানোর আসল কারণ অন্য। আসলে লিফটের এই আয়নাগুলো কেবল রূপচর্চার জন্য নয়। এর পিছনে রয়েছে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ। বিষয়টি বিজ্ঞানসম্মতও হয়, বলা যেতে পারে দ্বিগুণ আকারের মনে হয়। জায়গাটা বেশি আলোকিতও মনে হয়। ফলে যাদের দমবন্ধ ভাব বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাদের অশান্তি কিছুটা কম হয়। অনেকে আবার অপরিচিতদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সেকেন্ডও অনেক দীর্ঘ মনে হয়। আয়নার দিকে তাকালে সময় কিছুটা কেটে যায়। অর্থাৎ লিফটের আয়না যে শুধু সাজগোজের জন্য নয়, সেটা পরিষ্কার।



হয়, কারও কারও দমবন্ধ হয়ে আসে, যাকে 'ক্লাস্টোফোবিয়া' বলে। সেখানেই আয়নার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আয়নায় আলো প্রতিফলিত হয়, ফলে লিফটের ভিতরের জায়গাটা আরও বড় বলে মনে হয়, বলা যেতে পারে দ্বিগুণ আকারের মনে হয়। জায়গাটা বেশি আলোকিতও মনে হয়। ফলে যাদের দমবন্ধ ভাব বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাদের অশান্তি কিছুটা কম হয়। অনেকে আবার অপরিচিতদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সেকেন্ডও অনেক দীর্ঘ মনে হয়। আয়নার দিকে তাকালে সময় কিছুটা কেটে যায়। অর্থাৎ লিফটের আয়না যে শুধু সাজগোজের জন্য নয়, সেটা পরিষ্কার।



ড্র-তে ম্যাচের নিষ্পত্তি : ১ম ইনিংসে লিড নিয়ে চলমানের তিন পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। মেলাধরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত এ ডিভিশন সুপার ফোর লীগ ক্রিকেটে টুর্নামেন্টের দুই দিবসীয় ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি ও চলমান সংখের লড়াই ডুয়ে শেষ হয়েছে। শনিবার সকালে টসে হেরে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ইউবিএসটি ৩৯ ওভারে ১৩৫ রানে অলআউট হয়ে যায়, যেখানে অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব ৮৬ বলে

অপরাজিত ৪১, কৃতি দীপ্ত দাস ২৫ বলে ২৮ এবং জয়দেব দেব ১৮ বলে ২৪ রান করেন। জবাবে বোলিংয়ে তোপ দাগেন চলমান সংঘের সুরজ কুমার (১৬-৬-৩০-৫), তাঁকে চমৎকার সদ্ব দেন কৃষ্ণধন নমঃ (২ উই) ও দেবোত্তম ঘোষ (২ উই)। প্রথম ইনিংসে চলমান সংঘে সফল দেববর্মার ঝোড়ো অপরাজিত ৮৭ রান (৯৩ বল) ও অকজিত পালের ৩৩ রানের ওপর ভর করে ২৫.৫

ওভারে ২ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে প্রথম ইনিংসের লিড নিশ্চিত করে। আজ ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে চলমান সংঘ ৫৫.৩ ওভারে ২৮১/৮ স্কোরে তাদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে, যেখানে অভিক পাল ১০০ বলে ৮৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দেন। ইউবিএসটিইনিয়ে পাঁচ উইকেট শিকারে অবদান রাখা সুরজ কুমার ম্যাচের সেরা (“প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ”) নির্বাচিত হন।

ইউনাইটেড বিএসটি ৫৭ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮৯ রান তোলাে, যেখানে লীপঙ্কর ভট্টনগর ১৪৮ বলে ৭২ রান করে ম্যাচ ড্র করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ম্যাচ শেষে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে চলমান সংঘ ৩-১ পয়েন্টের ব্যবধানে লিড অর্জন করে এবং প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট শিকারে অবদান রাখা সুরজ কুমার ম্যাচের সেরা (“প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ”) নির্বাচিত হন।

পটুনগর ভুবনবনে ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন পেনাল্টি শুটআউটে চ্যাম্পিয়ন ভিক্টরি কিংস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ফুটবলে প্রেমীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে শেষ হলে কদম্বাইন্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পি়র ওয়ান। পটুনগর মর্নিং ফুটবল ক্লাব এর ভুবনবন ফুটবল ক্লাব –এর বৌধ পরিচালনায় আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে। লিগ পর্বের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর সেনিফাইনালে স্থান করে নেয় ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সেনিফাইনালের শ্বাসরুদ্ধকর পর্ব

পেরিয়ে টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে পা রাখে পটু নগর ও ভুবনবন দল দুপুরে আয়োজিত বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতাফাইনালে টুফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় পি এম এফ সি বুল স এবং এমবিবি ভিক্টরি কিংস ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলতেই আক্রমণ – প্রতি আক্রমণে প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ ফুটবল উপহার দিলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো দলই গোল করতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে সমতায় থাকা ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয় পেনাল্টি শুটআউটে। স্নায়ুচাপের এই

স্নায়ুযুদ্ধে দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে জয় ছিনিয়ে নেয় এমবিবি ভিক্টরি কিংস এবং টুর্নামেন্টের প্রথম অধ্যায়ের ঐতিহাসিক চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে। অন্যদিকে বীরত্বপূর্ণ লড়াই সত্ত্বেও রানার্স-আপ হয়েই সম্ভূত থাকতে হয় বুলস-কে। ফাইনালে চমৎকার পারফরম্যান্সের জন্য “ম্যান অব দ্য ম্যাচ”-এর সেরা সম্মান লাভ করেন সায়ন জুনিয়র। প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আয়োজক দুই ক্লাবের পক্ষ থেকে বিজয়ী ও বিজিত

দলের হাতে স্মারক ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। উদ্যোক্তারা জানান, স্থানীয় তরুণ ফুটবলারদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানো, ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা বৃদ্ধি এবং দুই ক্লাবের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও একাত্মকে আরও দৃঢ় করাই ছিল এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য। পরো টুর্নামেন্ট জুড়ে খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা ও দুর্দান্ত নৈপুণ্য ম্যাচের দর্শকদের মুগ্ধ করে, যা আঞ্চলিক ক্রীড়াঙ্গনে এক স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

জেসি মেমোরিয়াল ক্রিকেট : প্রথম দিনে সংহতির ২৭৭/৬, শুভম ও তন্ময়ের হাফ-সেঞ্চুরি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের অন্তিম তথা তৃতীয় ম্যাচে ব্রাদ মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক স্থানে পৌঁছে গেল সংহতি ক্লাব। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের ম্যাচের প্রথম দিনে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ৮২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭৭ রান সংগ্রহ করেছে তারা। সংহতির রান সংগ্রহে বড়

ভূমিকা নেন দলের ওপেনার তথা অধিনায়ক শুভম সুব্রধর এবং তিন নম্বরে নামা তন্ময় ঘোষ। শুভম ১৫০ বল খেলে ১০টি চারের সাহায্যে ৮১ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস উপহার দেন। অন্যদিকে, তন্ময় ঘোষ আক্রমণাত্মক মেজাজে ৯০ বলে ৮১ রান (১১টি চার ও ১টি ছক্কা) করে দলের বড় স্কোরের ভিত্তি গড়ে দেন। এছাড়া ওপেনার দ্বীপজয় দেব ৮৪ বলে ৩৫, দীপাঞ্জন ভৌমিক ৫৫ বলে ২৬

রান করেন। দিনশেষে রিম্ন সাহা ৮২ বল খেলে ৩৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ব্রাদ মাউথ ক্লাবের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন দীপ্তনু চক্রবর্তী। তিনি ২০ ওভার বল করে ৫টি মোড়নসহ ৬৪ রান খরচায় ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। অপর দিকে অমিত আলি ২৭ ওভারে ৭১ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট দখল করেন। দুই দলের জন্যই এই

ম্যাচটি শেষ রাউন্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লড়াই হওয়ায় দ্বিতীয় দিনে ফলাফলের দিকে নজর থাকবেই সবাব। আগামীকাল সকালে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের খেলায় সংহতি ক্লাব তাদের রান সংখ্যা আরও বাড়িয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে, অন্যদিকে ব্রাদ মাউথের নজর থাকবে দ্রুত বাকি ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে নিজেদের ব্যাটিং অধ্যায় শুরু করার দিকে।

সুপার ফোর : ড্র-তে নিষ্পত্তি ম্যাচ দুর্দান্ত লিড নিয়ে ওপিসির ৩ পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। রাজা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত এ ডিভিশন সুপার ফোর লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দুই দিবসীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল গুপ্ত প্লে সেন্টার (ওপিসি) এবং কসমোপলিটিন ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে শনিবার সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এই হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ডুয়ে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে

গুরুত্বপূর্ণ লিড নেওয়ার সুবাদে ও পি সি ৩-১ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। দুই দিনের খেলাজুড়ে ব্যাটার ও বোলারদের কড়া লড়াই পরিলক্ষিত হয়, যেখানে প্রথম দিনেই দুই দল মিলে মোট ১৭টি উইকেটের পত্তন ঘটিয়ে ওপিসি শুরু থেকেই ম্যাচের চালকের আসনে নিজেদের বসিয়ে নেয়। ম্যাচে টসে জিতে প্রথম

ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ওপিসি ৫৬.৩ ওভারে ১৭৫ রানে অলআউট হয়। দলের হয়ে শ্রীমান দেবনাথ ২৫, নারায়ণ চক্রবর্তী ৩৮ ও অধিনায়ক দীপানব দেববর্মী ৩৮ রান করেন। কসমোপলিটনের পক্ষে অধিনায়ক শংকর পাল ৬৫ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের খেলা শেষে কসমোপলিটন ৮৭ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮৮

রানে পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয় দিনে তাদের প্রথম ইনিংস ১৬০ রানে গুটিয়ে যায়; রিয়াজ উদ্দিন সবর্চিও ৩৫ রান করেন। ওপিসির বোলার সৌরভ মিশ্র ৪৮ রানে ৫টি এবং রোহন বিশ্বাস ৪৫ রানে ৩টি উইকেট নেন। দুর্দান্ত অলরাউন্ড ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য কসমোপলিটনের অর্জিতং রায়কে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাবে ভূষিত করা হয়।

ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকতে গেলে এ বার দেখা হবে নতুন একটি বিষয়, শুভমনদের শর্ত ঠিক করে দিল বোর্ড

ভারতীয় দলের ক্রিকেটারেরা কে কোন ফরম্যাটে খেলছেন এবং কেমন পারফর্ম করেছেন তার উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা দেওয়া হত। এ বার থেকে আর তা হবে না। বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকতে গেলে নতুন একটি বিষয় মানতে হবে। এ রকমই নির্দেশিকা দিতে চলেছে বোর্ড।‘ইন্ডিয়া টুডে’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী মরসুমে কোন ক্রিকেটারকে ক’টি ম্যাচে পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় চুক্তি তৈরি হবে। সর্বনিম্ন ম্যাচ খেলার সংখ্যা পূরণ করতে না পারলে ওই ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা দেওয়া হবে না। বোর্ডের অন্দরে এই বিষয়টি নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে, আগামী মরসুমে কোন ক্রিকেটারকে ক’টি ম্যাচ খেলতে পারেন তার একটি তালিকা তৈরি করা হবে। মোট ম্যাচের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ খেলতেই হবে ওই ক্রিকেটার। ঠিক কত শতাংশ ম্যাচ খেলতে হবে তা এখনও জানা যায়নি। তবে সেই যোগ্যতামান পূরণ করতে না পারলে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা মিলবে না।সাম্প্রতিক কালে একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটার চোটের কারণে খেলতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রয়েছেন। যারা সেই জায়গাগুলিতে খেলেছেন তাঁরা এখনও কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নেই। এই বিষয়টিই ভাবাচ্ছে বোর্ডকে। কতরা ঠিক করেছেন, কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের নিজেদের ফিট রাখতে হবে এবং যত বেশি সংখ্যক ম্যাচে সম্ভব খেলতে হবে। পারফরম্যান্সের পাশাপাশি তিনি কতগুলি ম্যাচে খেলতে পারবেন সেটিও চুক্তি তৈরির আগে দেখা হবে। তবে এই প্রস্তাব এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি। বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন –“একটা ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। পরের বারের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা তৈরির আগে ক্রিকেটারদের কতটা পাওয়া যাবে সে দিকে খোয়াল

রাখা হবে। তার পরে গোটা বিষয়টা চূড়ান্ত হবে। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এলে একজন ক্রিকেটারকে ন্যূনতম সংখ্যক ম্যাচে খেলতেই হবে।”প্রাকমরশুম প্রস্তুতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের সিরোমুখ টুফিতে অশ্ব নিয়োজিত বাংলা। সেখানে চ্যাম্পিয়নও হয়েছে তারা। এবার রনজি ট্রফির আগে আরও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চলেছে কোচ লক্ষ্মীরতন গুপ্তার দল। প্রতিপক্ষ হিসাবে ঠিক করা হয়েছে হায়দরাবাদের দল।সুহের খবর, কল্যাণীতে হায়দরাবাদের মুখোমুখি হবে বাংলা। খান দু’য়েক তিন দিনের ম্যাচ খেলতে পারে দুই দল। যার মধ্যে প্রথম ম্যাচটা হতে পারে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে। অবশ্য পুরোটিই এখনও রয়েছে আলোচনার স্তরে। সোমবারের মধ্য বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেপ্টেম্বের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে কল্যাণীতে অনুশীলন করতে নামবে বাংলা।শনিবারই রনজি অধিনায়ক হিসেবে মহম্মদ সিরাজের নাম ঘোষণা করেছে হায়দরাবাদ। তবে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতির জন্য তিনি দলের সঙ্গে আসবেন কি না, স্পষ্ট নয়। এবার ১১ অক্টোবর থেকে রনজি অভিযান শুরু করতে বাংলা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে দিল্লির মুখোমুখি হবে তারা। ১০ অক্টোবর ইডেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠান থাকায় এই ম্যাচটি হবে কল্যাণীতে ইডেন-উদ্যানে মোদির মাধ্যমে চমকানোর সঙ্গেই সূচনা হবে এবারের দুর্গাপূজোর। তার আগে থাকবে রোড শো। ১০ অক্টোবর মহালয়া। আলোকসজ্জায় সেজে ওঠা রোড রোড ধরে পূজোর শোভাযাত্রায় থাকবে ২৩টি পল্লারবর্তন। প্রথম ম্যাচ মিল্লির বিপক্ষে। ফলে ইডেনে রনজি ম্যাচ করা কার্যত অসম্ভব। সেকারোই ওই ম্যাচ কল্যাণীতে করা হয়েছে।

বক্সের বাইরে থেকে মেসির দুর্দান্ত গোল কিন্তু...

লিওনেল মেসি তাঁর কাজটা আজও করলেন। ইন্টার মায়ামি যে দুটি গোল করেছে, দুটোতেই তাঁর অবদান। তিনি নিজে একটি গোল করেছেন, সেটিও ছিল নজরকড়া বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে দুর্দান্ত এক গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কী। এরপরও ইন্টার মায়ামি আজও জয় পেল না। মেজর লিগ সকারের ম্যাচে মায়ামির নু স্টেডিয়ামে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল ন্যাশভিলের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছেন মেসিরা। ম্যাচের ৬২ মিনিটে মেসি গোলটি করেছেন রহিগো ডি পলের পাস থেকে। মেসির এই গোল মায়ামিকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে পে়ে। কিন্তু যোগ করা সময়ে (৯১ মিনিট) গোল করে ন্যাশভিলকে সমতায় ফেরান ইংলিশ স্ট্রাইকার স্যাম সারিজ। ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ন্যাশভিলের বিপক্ষে মেসির গোল এখন ১৭টি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন ১৪ ম্যাচ।বাংলােশ সময় আজ সকালে ৬টা ম্যাচে অবশ্য মেসির আরও গোল পাওয়ার সুযোগ ছিল। ৫০ মিনিটে তাঁর একটি শট ক্রসবারের গিঁড়ে অংশে লেগে ফিরে আসে। ৭৮ মিনিটে আরেকটি শট লাগে পোস্টে। আর ম্যাচের শেষ দিকে মেসির একটি শট ন্যাশভিলের ডিফেন্ডার জেইসন পালসিওস মাথা দিয়ে ক্লিয়ার করেন।

সাবালেঙ্কার হ্যাটট্রিক রুখে ইউএস ওপেন রিবাকিনার, ম্যাচের পর র্যাকেট আছড়ালেন

ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেন এলিনা রিবাকিনা। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে তিনি হারালেন আয়ার্না সাবালেঙ্কারে। ৬-৪, ৫-৭, ৬-২ ব্যবধানে জয় পেলেন কাজাখস্তানের টেনিস খেলোয়াড়। এই নিয়ে তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন রিবাকিনা। বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতে ছিনিয়ে নিলেন ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থানও। ইউএস ওপেন জয়ের হ্যাটট্রিক করতে না পারার হতাশায় মেজাজ হারালেন সাবালেঙ্কা। মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে টানা তিন বার ইউএস ওপেন জেতার কৃতিত্ব রয়েছে ক্রিস এভার্ট এবং সেরি়না উইলিয়ামসের। তৃতীয় খেলোয়াড় হিসাবে এই নজির ছোঁয়া হল না সাবালেঙ্কার। ফাইনালে হেরে গেলেন শীর্ষ

বাছাই। টানা ৯৯ সপ্তাহ বিশ্বের এক নম্বর থাকার পর সেই জয়গাও খোয়ালেন। ২০২২ সালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন রিবাকিনা। তার পরের ১৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মাত্র একটির ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছিলেন রিবাকিনা। ২৭ বছরের রিবাকিনা আর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারবেন কিনা, সে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। তিনি অবশ্য হাল ছাড়েননি। গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করে গিয়েছেন। ফল পেলেন চলতি মরসুমে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে শুরু করেন। উইম্বলডন এবং ফরাসি ওপেনে প্রত্যঙ্গ অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেননি। আবার ইউএস ওপেনে জিতলেন। এই নিয়ে ১০ বার বিশ্বের এক

নম্বরকে হারালেন রিবাকিনা। তার মধ্যে সাবালেঙ্কাই তাঁর কাছে হারলেন ছ’বার। ঠান্ডা মাথার রিবাকিনার টেনিস দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ ছিল না বিশেষজ্ঞদের। তবু বার বার কড় মড়ক ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ ইউএস ওপেন খেলাই নিশ্চিত ছিল না তাঁর। সিনসিনাটি পয়েন্ট পেয়েছিলেন। এক সপ্তাহ কোটে নামতে পারেননি। তবু নিজের আত্মবিশ্বাস এবং সাপোর্ট স্টাফদের ভরসায় বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিযোগিতা শুরুর কয়েক দিন আগে প্রস্তুতি শুরু করেন। মহিলাদের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্বের প্রথম এবং দ্বিতীয় বাছাই। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রত্যঙ্গ ছিল। তেমনই হল। ম্যাচ কখনও রিবাকিনার

দিকে ঝুঁকেছে, কখনও সাবালেঙ্কার দিকে। প্রথম দুটি সেট দু’জনে ভাগভাগি করে নেন। কিন্তু নির্ণায়ক তৃতীয় সেটে সাবালেঙ্কারে চেনা সন্দেহে ছিল না বিশেষজ্ঞদের। মুখে ভুল করেছেন। সার্ভিস ঠিকঠাক পড়েনি। রিবাকিনা নিষ্ঠুর টেনিস খেলেছেন এমন নয়। তবে তুলনায় ভাল সার্ভিস করেছেন। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলেছেন। সেটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। প্রথম সেট ৪-৬ ব্যবধানে হারার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় সেট ৭-৫ ব্যবধানে ছিনিয়ে নিয়ে লড়াইয়ে ফেরেন। তার পরও তৃতীয় সেটে একপেছনে হার। দু’বছর পর ইউএস ওপেন ট্রফি হাতছাড়া হওয়া মেনে নিতে পারছিলেন না।

ভারতীয় হকিতে জার্সি বিতর্ক! ডিরেক্টর জেনারেলকে সরিয়ে দিলেন সভাপতি দিলীপ, চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব

ভারতীয় হকিতে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপের আগে জার্সির রং নীল থেকে গেরুয়া করা ও বিশ্বকাপের পর আবার তা নীল করা নিয়ে বিতর্ক আগে থেকেই চলছে। তার মাঝেই হকি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল আরকে শ্রীবাস্তবকে সরিয়ে দিয়েছেন সভাপতি দিলীপ তিরুয়। শ্রীবাস্তবকে একটি নোটসি পাঠিয়েছেন দিলীপ। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে আটটি অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁকে চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আটটি অভিযোগের জবাব দিতে হবে। জবাব দেওয়ার পর শ্রীবাস্তবকে নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তত দিন তিনি কোনও দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। নোটসিমে লেখা, “হকি ইন্ডিয়ায় নীতিমূলক পরিবর্তন সত্যতা প্রমাণিত হয়, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে। হকি দলের জার্সি বদল নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন শ্রীবাস্তব। পাশাপাশি হকি ইন্ডিয়া লিগের সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন না। আপনার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ, স্বচ্ছতা, নিয়মভঙ্গ, দুর্নীতি-সহ বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছে। সেই সব অভিযোগের তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে সরিয়ে দেওয়া হবে।” এই বিষয়ে শ্রীবাস্তব এখনও পর্যন্ত কোনও জবাব দেননি।

নোটসিমে শ্রীবাস্তবকে জানানো হয়েছে, তাঁর কাছে থাকা সব নথি ও ফাইল হকি সংস্থার কাছে জমা করে দিতে হবে। ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তিগত হকি সংস্থার কোনও নথি তিনি রাখতে পারবেন না। হকি সংস্থার কোনও বিষয়ে তাঁর সহিয়ের অধিকার থাকবে না। যদি তিনি কোনও তথ্য বা নথি নষ্ট করেন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। আপাতত শ্রীবাস্তবকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তের পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যদি দেখা যায়, সব অভিযোগ অসত্য, তা হলে আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে। আর যদি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে। হকি দলের জার্সি বদল নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন শ্রীবাস্তব। পাশাপাশি হকি ইন্ডিয়া লিগের সিদ্ধান্তও নিতে পারবেন না। আপনার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ, স্বচ্ছতা, নিয়মভঙ্গ, দুর্নীতি-সহ বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছে। সেই সব অভিযোগের তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে সরিয়ে দেওয়া হবে।” এই বিষয়ে শ্রীবাস্তব এখনও পর্যন্ত কোনও জবাব দেননি।

সভাপতি-সহ দলের কোচ বা খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা শ্রীবাস্তব করেননি বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে রং আবার নীল করার সময়ও কোনও আলোচনা করেননি তিনি। পুরো বিরুদ্ধে নিজেই নিয়েছেন। এই কাজ নিয়মবিরুদ্ধ। পাশাপাশি আরও কিছু অভিযোগ শ্রীবাস্তবের বিরুদ্ধে উঠেছে। সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছেন দিলীপ। যদিও এই ঘটনার ভারতের হকি সংস্থায় আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। এশিয়ান গেমসে এগিয়ে আনা হল ভারতের পুরুষ দলের ম্যাচ, ক’টা থেকে খেলবেন শ্রেয়সেচন। এশিয়ান গেমস শুরুর আগেই ক্রিকেট ম্যাচগুলির সূচিতে পরিবর্তন করা হল। জেলোদের কিছু নকআউট ম্যাচের সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচিতে ৩০ মিনিট আগে শুরু হবে ম্যাচ। অর্থাৎ দুপুর ২টায় যে ম্যাচগুলি শুরু হওয়ার কথা ছিল সেগুলি শুরু হবে দুপুর ১.৩০টা থেকে। তবে মেয়েদের ম্যাচের সময়ে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। এশিয়ান গেমসের সূচি অনুযায়ী ভারত সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলতে নামবে। জানানো থেকে ভারতের সময় ৩.৩০ ঘণ্টা পিছিয়ে থাকায়, এ দেশে খেলা শুরু

হবে সকাল ১০টায়। সকালের ম্যাচগুলির সময় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সেগুলি স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় শুরু হবে। তবে ভারতের সব ম্যাচই রয়েছে দুপুরে সূচি অনুযায়ী, ভারতের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ ছাড়াও সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচের সময়ও এগিয়ে আনা হয়েছে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে পাকিস্তান খেলবে। তাদের ম্যাচ সকাল ৯টায় শুরু হবে।প্রাথমিক রাউন্ডের ম্যাচে কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেই পর্বে খেলবে আফগানিস্তান, জাপান, নেপাল, হংকং, মালয়েশিয়া এবং ওমান। মহিলাদের ম্যাচেও সময় বদলাচ্ছে না।সময় এগিয়ে আনা কারণ ফাইনালে প্রমাণিত হয়ছে, জাপানে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায়। যে হেতু ক্রিকেট মাঠে কোনও ফ্লাডলাইট নেই, তাই তাড়াতাড়ি ম্যাচ শুরু করা হবে। ছেলেদের ম্যাচ শেষ হতে সাধারণত সময় বেশি লাগে বলেই সেই ম্যাচগুলি এগিয়ে আনা হয়েছে।এশিয়ান গেমস শুরুর আগে জাপানের সঙ্গে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই ম্যাচ শুরু হবে স্থানীয় সময় ১টা, ভারতীয় সময় সকাল ৯.৩০টা থেকে।

